গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সদস্য,শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

এবং

সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ (মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর প্রতিনিধি)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৭ - জুন ৩০, ২০১৮

সূচিপত্র

শিল্প ও শক্তি বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

উপক্রমনিকা (Preamble)

সেকশন-১: শিল্প ও শক্তি বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

সেকশন-২: শিল্প ও শক্তি বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

সেকশন-৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং পরিমাপ পদ্ধতির বিবরণ

সংযোজনী ৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের/অধিদপ্তর/সংস্থা-এর নিকট প্রত্যাশিত সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন সহায়তাসমূহ

শিল্প ও শক্তি বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performances of the Industry and Energy Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

১. সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের ৫টি উইং যথা: (ক)শিল্প ও সমন্বয় উইং (খ)বিদ্যুৎ উইং (গ) তৈল,গ্যাস ওপ্রাকৃতিক সম্পদ উইং(ঘ) পাট, বস্ত্র ও বেপজা উইং এবং (ঙ) ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ইলেকট্রনিক্স উইং এর আওতায় সাম্প্রতিক ০৩ বছরে ১৭২ টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৫৯ টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। উইংভিত্তিক পিইসি সভা অনুষ্ঠান, অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা এবং প্রকল্প কার্যক্রমের অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিম্নরূপ:

শিল্প ও সমন্বয় উইং

পিইসি সভা অনুষ্ঠিত: ৩৯ টি এবং মোট অনুমোদিত প্রকল্প: ৩৭ টি

- কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং শিল্পবান্ধব অবকাঠামো, নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য শিল্প প্লট তৈরি ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সাব-সেক্টরে বিগত তিন বছরে (২০১৪-২০১৭) ১৫টি নতুন শিল্পনগরী স্থাপনসহ ২৮টি প্রকল্প অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর মধ্যে কৃষিভিত্তিক শিল্পের জন্য ১৬টি শিল্পনগরী ও রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য ৯টি শিল্পনগরী স্থাপিত হবে। নতুন শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে বিদ্যমান ৬টি শিল্পনগরীর সম্প্রসারণের জন্য অনুমোদিত ৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বেকার যুবক ও গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের বিভিন্ন কুটির শিল্পে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে শতরিঞ্জ উন্নয়ন প্রকল্প, মৌচাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প এবং নৈপূণ্য বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে, যা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। আয়োডিনের যোগান নিশ্চিতকরণের জন্য খাদ্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত লবন উৎপাদন, প্যাকেট ও বাজারজাতকরণের সাথে সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্বুদ্ধকরণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে কৃষিপণ্য সংশ্লিষ্ট একটি বিশেষায়িত শিল্পনগরীসহ কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে নতুন কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করা হয়েছে।

- বিসিআইসি'র ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইউরিয়া, টিএসপি ও ডিএপি সারসহ কাগজ, সিমেন্ট, ইনস্যুলেটর, স্যানিটারী ওয়্যার, গ্লাসশীট ও হার্ডবোর্ড উৎপাদন করা হয়। কৃষি উৎপাদনে সার সরবরাহ নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া গুণগত মান অক্ষুন্ন রেখে নিরাপদভাবে মোট ১.৩০ লক্ষ মে.টন ইউরিয়া সার সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেস এ রূপান্তরকরণের মাধ্যমে ছাতক সিমেন্ট কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক গড়ে ৫০০ মে. টন হতে ১৫০০ মে. টনে উন্নীতকরণের প্রকল্পও বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

- চিনির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে অতিরিক্ত চিনি উৎপাদনের জন্য বিএমআরই অব কেরু এন্ড কোং বিডি লি:, ঠাকুরগাও চিনিকলে পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনপূর্বক নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজন, এবং নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলছে। বর্তমানে বিএমআর, বিট সুগার প্ল্যান্ট, সুগার রিফাইনারী, কো-জেনারেশন, ডিস্টিলারী, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এবং বায়োকম্পোষ্ট প্ল্যান্ট স্থাপনসহ সমন্বিতভাবে উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে প্রতিবছর অতিরিক্ত প্রায় ৮১ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন করা যাবে। একইসাথে বিদ্যুৎ, এ্যালকোহল, বায়োগ্যাস এবং বায়োকম্পোষ্ট উৎপাদনের মাধ্যমে মিলগুলো লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। বিভিন্ন চিনিকলের পুরাতন ও জরাজীর্ণ সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন, জুস ক্লারিফায়ার ও রোটারী ভ্যাকুয়াম ফিল্টার প্রতিস্থাপন/ সংযোজনের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ভোজ্য তেল ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণের ভিটামিন-এ ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ, ভিটামিন-এ স্বল্পতাজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাসকরণ এবং শিশুর ও মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার হ্রাসকরণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় গুণগত মাননীতি বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশ জাতীয় গুণগত মান ও কারিগরি নিয়ন্ত্রন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বিদ্যুৎ উইং

পিইসি সভা অনুষ্ঠিত: ৪৭ টি এবং মোট অনুমোদিত প্রকল্প: ৪৭ টি

- বর্তমান সরকারের দেশব্যপী উন্নয়ন সাফল্যের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতের অভাবনীয় উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ভিশন-২০২১ এর আলোকে ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্তমানে ১০৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৫,৩৭৯ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ;
- বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর হার ৮০% এ উন্নীত হয়েছে ;
- মাথাপিছু বিদ্যুৎ গ্রহণের পরিমান ২২০ কিঃওঃ হতে ৪০৭ কিঃওঃ এ উন্নীত হয়েছে ;
- যেখানে ২০০৯ সালে সিস্টেম লস ১৭.২৫% ছিল, সরকারের যোগ্য নেতৃত্বে এখন ১৩.১০% এ নেমে এসেছে। এটি ৯% এ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রায় অর্জনের জন্য ইতোমধ্যে ভারত হতে ৫০০ মেঃওঃ আমদানী করা হয়েছে ;
- প্রাকৃতিক গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে বিদ্যমান স্টীম টারবাইন পাওয়ার প্ল্যান্টের পরিবর্তে কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে ;
- কয়লাকে প্রধান জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে জ্বালানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫০% কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ;
- ইতোমধ্যে কয়েকটি মেগা প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং আরো নতুন নতুন প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। "রামপালে ২X৬৬০ মেঃওঃ মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ"-শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়াধীন আছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ৩টি কয়লাভিত্তিক মেগা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ কোল পাওয়ার জেনারেশন কোঃ কর্তৃক জাইকার আর্থিক সহায়তায় কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়ীতে "মাতারবাড়ি ২X৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট"-শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর যৌথ উদ্যোগে কয়লা ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের অধীনে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় ৭০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে একই স্থানে প্রায় ৭০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরও একটি ইউনিট নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়েছে ;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা অনুসারে ২০১৫ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ চাহিদার শতকরা পাঁচভাগ অর্জনের লক্ষ্যে সরকার ইতিমধ্যে "৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কর্মসূচি" চালু করেছে। এ লক্ষ্যে গ্রিড সংযুক্ত সৌর ফটোভোল্টেইক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে ;
- এ সময়ে বিদ্যুতের সঞ্চালন ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নয়ন অর্জিত হয়েছে। ২০০৯ সালে ৮০০০ সাঃ কিঃমিঃ সঞ্চালন লাইন হতে বৃদ্ধি পেয়ে এখন ১০,৩৭৭ সাঃকিঃমিঃ এ অর্জিত হয়েছে। আরো নতুন সঞ্চালন লাইন স্থাপনের জন্য বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে ;
- বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা ১.০৮ কোটি হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২.৪৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে ;
- বর্তমান সরকারের বিদ্যুৎ সেক্টরে উৎপাদন সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সালে ২.৬০ লক্ষ কিঃমিঃ বিতরণ লাইন হতে বর্তমানে ৩.৯৩ লক্ষ কিঃমিঃ এ উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।

তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ উইং

পিইসি সভা অনুষ্ঠিত: ৩০ টি এবং মোট অনুমোদিত প্রকল্প: ২৬ টি

- পিইসি সভা অনুষ্ঠিত: ৩০টি, অনুমোদিত প্রকল্প: ২৬টি
- ১০টি অনুসন্ধান ও ৪৬টি উন্নয়ন কূপ খনন করা হয়েছে;
- ২০টি কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সম্পাদন করা হয়েছে;
- গ্যাস উৎপাদন দৈনিক গড়ে ১৪৫০ মিলিয়ন ঘনফুট-এ দাঁড়িয়েছে;
- ৩টি নতুন গ্যাস ক্ষেত্র (সুন্দলপুর, শ্রীকাইল এবং রূপগঞ্জ) আবিষ্কৃত হয়েছে;
- ৩টি নতুন গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন (মুচাই,আশুগঞ্জ এবং এলেঙ্গাতে) স্থাপন করা হয়েছে;
- ৩টি আধুনিক রিগ (বিজয়- ১০, ১১ এবং ১২) ক্রয় করা হয়েছে এবং ১টি রিগ মেরামত করা হয়েছে;
- কয়লা উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ৪৫০০ টনে উন্নীত হয়েছে;
- তিতাস গ্যাস ফিল্ডে ৩টি নতুন গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে

- রশিদপুরে দৈনিক ৩৭৫০ ব্যারেল (২৫০০+১২৫০) ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে;
- রাজশাহী জেলা, ভোলা এবং কুলিয়ার চরে ইতোমধ্যে গ্যাস সরবরাহ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হয়েছে;
- বাপক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে;
- গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী (জিটিসিএল) এর নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা হয়েছে;
- গাজীপুরে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীর আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে;
- দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার কর্তৃক এলএনজি আমদানি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মহেশখালীতে দৈনিক ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU) স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।
- বিদেশ থেকে দৈনিক আরো ১৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে ৪ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;
- দ্রুততম সময়ে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত তেল খালাস করণের নিমিত্ত "SPM with double pipe line" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;
- এছাড়া, বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক "বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন"-শীর্ষক ১টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

<u>পাট, বস্ত্র ও বেপজা উইং</u>

পিইসি সভা অনুষ্ঠিত: ২৫ টি এবং মোট অনুমোদিত প্রকল্প: ২০ টি।

- রেডিমেড গার্মেন্টস শিল্পের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বস্ত্র হস্তচালিত তাঁতশিল্প থেকে যোগান দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড বিভিন্ন তাঁত অধ্যুষিত অঞ্চলে তাঁতীদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা যেমন সূতা ও কাপড় রংকরণ, মার্সারাইজিং, ক্যালেন্ডারিং, স্টেন্টারিং ইত্যাদি প্রদানের লক্ষ্যে ৩টি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টার যথা: ১) কালিহাতি, টাংগাইল, ২) কুমারখালী, কুষ্টিয়া এবং ৩) শাহাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ স্থাপন করেছে;
- নরসিংদীস্থ মাধবদিতে বিদ্যমান বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটির বিএমআরই সম্পন্নপূর্বক কেন্দ্রটির আধুনিকীকরণ ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং স্বল্পমূল্যে তাঁতীদেরকে বয়নোত্তর বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- "রেশম শিল্প সম্প্রসারণের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা" বাস্তবায়নের মাধ্যমে রেশম চাষ সম্প্রসারণ, বিভিন্ন স্থানে রেশম পল্লী স্থাপন, রেশম চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, রেশম বিষয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেশম সামগ্রী দেশে ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান, রেশম গবেষণা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহের দারিদ্র বিমোচনের কার্যক্রম নেয়া হয়েছে;
- বস্ত্র শিল্পের বিভিন্ন সাব-সেক্টরে মধ্যম পর্যায়ের দক্ষ জনশক্তি তৈরীকরণ, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন, বেকার যুবশক্তিকে আত্মনির্ভর করে তোলা, বস্ত্র শিল্পের বিভিন্ন পণ্যের মান উন্নয়ন ও ব্যয় সাশ্রয় করা হচ্ছে;
- রপ্তানীমুখী তৈরী পোষাক শিল্পখাতের দিকে লক্ষ্য রেখে মধ্যম পর্যায়ের বস্ত্র প্রযুক্তি তৈরী, গুণগত মানসম্পন্ন বস্ত্র পণ্য উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানী বৃদ্ধি ও বহমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানের জন্য পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর এলাকাসহ সমগ্র দেশের উপযোগী স্থানসমূহে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প রপ্তানীমুখী শিল্প উন্নয়নে বৈদেশিক বিনিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে;
- টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনে অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে G2G ভিত্তিতে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিল্পাঞ্চল পরিচালনা এবং বিদেশী বিশেষত: বিভিন্ন জাপানী কোম্পানীকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরির করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি তথা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে "অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের নিমিত্ত ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প (আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল)" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে;

- বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকাসমূহের সামাজিক/শ্রম ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনাসহ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ জোনসমূহের কার্যক্রম Automation এর আওতায় আনার জন্য Hardware, Software ক্রয় ও বিশেষজ্ঞ সেবা গ্রহণ, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন এবং বিনিয়োগ উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) কে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুদক্ষ করার লক্ষ্যে "ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়েছে ;
- অকৃষিমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কাঠামো নির্ধারণ ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে এর অবদান নিরূপণ, আইটি ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহের মাধ্যমে বিবিএস এর মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহকে শক্তিশালীকরণ, পাইলট স্ট্যাটিসটিক্যাল বিজনেস রেজিষ্টার প্রস্তুতকরণ এবং প্রবাস আয়ের বিনিয়োগ সম্পর্কিত জরিপ পরিচালনার লক্ষ্যে "অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়েছে ;
- তুঁতপাতা ও রেশমগুটির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ, উচ্চ ফলনশীল তুঁত ও রেশমকীট পালনের প্রযুক্তি উন্নয়ন, কাঁচা রেশমের গুণগত ও পরিমানগত মান বৃদ্ধিকরণ এবং রেশম চাষে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে "রেশম প্রযুক্তি উন্নয়ন, বিস্তার ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে ;
- টেকসই উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে বহুমাত্রিক পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে চট্টগ্রামে 'আনোয়ারা-২ অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভূমি অধিগ্রহণ (চীনা অর্থনৈতিক ও শিল্পাঞ্চল)' প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর এলাকাসহ সমগ্র দেশের উপযোগী স্থানসমূহে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অংশ হিসাবে "জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল" শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

<u>ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ইলেকট্রনিক্স উইং</u>

পিইসি সভা অনুষ্ঠিত: ৩১ টি এবং মোট অনুমোদিত প্রকল্প: ২৯ টি

- বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট (বিএসটিআই)-কে আধুনিকায়ন ও শক্তিশালী করা হয়েছে। এজন্য এসব অফিসে ৬টি যানবাহন, ৭৭টি অফিস যন্ত্রপাতি ও ৪৯৫টি আসবাবপত্র ক্রয়/সংগ্রহ/স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিএসটিআইকে আরও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ০৫টি জেলায় নতুন অফিস ও ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। পণ্যদ্রব্যের মান টেস্টিংয়ের জন্য কেন্দ্রীয় জেলা পর্যায়ের বিএসটিআই ল্যাবরেটরীসমূহে ৩১৬টি আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ শিল্প কারিগরী সহায়তা কেন্দ্রের (বিটাক) মাধ্যমে শিল্প সংক্রান্ত ১৫,৮১৫জন দরিদ্র মহিলা ও পুরুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং আরো ৭৫৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে ৫৩৭৮ জন সরাসরি চাকুরীতে যোগদান করেছে এবং ১০ জন উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে;
- বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প খাতে ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈদেশিক কারিগরি সহায়তায় ৫০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করা হয়েছে;
- ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন এবং প্যাটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস বিভাগের জন্য অটোমেশনসহ অফিস ভবন নির্মাণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে;
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ আঞ্চলিক আন্ত:সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নে জড়িত বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার/সুবিধাভোগীদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা;
- বহুমাত্রিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের জন্য কার্যকর ও টেকসই সহযোগিতা নিশ্চিতকল্পে বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষমতা শক্তিশালীকরণ;
- বাংলাদেশে নারী বণিকদের সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি;
- বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল এবং ন্যাশনাল ইনকুয়ারি পয়েন্ট ফর ট্রেড এর আপগ্রেডেশন এবং স্থায়ীকরণ;
- বাংলাদেশ টি বোর্ড কর্তৃক ৩০০ হেক্টর জমিতে চা চাষ সম্প্রসারণ করা (বান্দরবান সদর ১০০ হেক্টর ও রুমা উপজেলায় ২০০ হেক্টর জমি);
- ক্ষুদ্র চা চাষীদের উন্নত প্রযুক্তি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন;
- বান্দরবান ক্ষুদ্র চা রোপন হোল্ডিংস এ চা বোর্ডের একটি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন;
- আয়বর্ধন, কর্মসূচী ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি।

২. সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

- এমটিবিএফ বরাদ্দ এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের বছরওয়ারী বরাদ্দ চাহিদার মধ্যে পার্থক্য;
- উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নে সেক্টরাল পলিসি না থাকায় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে যথার্থতার ঘাটতি;
- নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক নতুন প্রকল্প গ্রহণের প্রাক্কালে যথাযথ এপ্রাইজাল নিশ্চিতকরণ;
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা ;
- প্রকল্পের কার্যক্রম টেকসইকরণ (Sustainability) এবং
- সমাপ্ত প্রকল্পের যথাযথ ফলোআপ।

৩. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- শিল্পের দ্রুত বিকাশ, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রকল্প গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের যথার্থতা নিশ্চিতকল্পে সেক্টরাল পলিসি প্রণয়ন;
- উদ্দ্যেশ্যের সাথে প্রকল্পের সংশ্লিষ্টতা যাচাইয়ের জন্য প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বিশ্লেষণে এমআইএস চালুকরণ;
- জাতীয় ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অথচ দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে এমন সংস্থাসমূহকে ডিপিপি/টিপিপি প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প পরিদর্শন এবং এই বিভাগের প্রকল্পের সমস্যা/অগ্রগতি বিষয়ে সভা/সেমিনার আয়োজন।
- কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে যথাযথ প্রশিক্ষণ এ ওয়ার্কশপের ব্যবস্থাকরণ।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ২০২১ সালের মধ্যে ১০০% বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৪০০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ২০২০ সালের মধ্যে বিদ্যৎ উৎপাদনের পরিমাণ ২৩০০০ মে:ও:এ উন্নীতকরণের এবং দশ ভাগ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানীর উৎস হতে মেটানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ২০২০ সালের মধ্যে ৮৪৪৩ সাঃকিঃমিঃ নতুন ট্রান্সমিশন লাইন ও ১ লক্ষ ৭০ হাজার কিঃমিঃ বিতরণ লাইন স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সিস্টেম লস ৯% এ হ্রাস করার লক্ষমাত্রা স্থির করা হয়েছে।
- বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্রে ২০২১ সালের মধ্যে আরও ৫৩টি অনুসন্ধান কূপ, ৩৫টি উন্নয়ন কূপ এবং ২০টি ওয়ার্কওভার কূপসহ মোট ১০৮টি কূপ খনন করার পরিকল্পনা রয়েছে;
- বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরুপণ ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে;
- বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৯-২১ সালের মধ্যে দেশের জ্বালানী তেল মজুদ ক্ষমতা ১৯.০ লক্ষ মেঃটন করার পরিকল্পনা রয়েছে;
- BPC'র বাৎসরিক তেল পরিশোধন ক্ষমতা ১.৫ লক্ষ মে.টন থেকে ৪.৫ লক্ষ মে.টন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ERL-এর ২য় ইউনিট স্থাপনের প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কাজ চলমান রয়েছে;
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরসহ পরবর্তী অর্থবছরসমূহে পাট ও পাটজাত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহারে বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে পাটের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার নানামূখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে;
- বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) ও বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন (বিটিএমসি) এর আওতাধীন মিল ও কারখানাসমূহের আধুনিকায়নের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরসহ পরবর্তী অর্থবছরসমূহে এখাতসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচন হবে;
- ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) মাধ্যমে সরকার সারা দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আগামী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরও বেশ কিছু নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হবে; এবং
- চামড়া এ চামড়াজাত দ্রব্য, ফুটওয়ার, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্লাস্টিক পণ্য রাপ্তানির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ।

উপক্রমনিকা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্য

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৭ সালের ...জুন...মাসের .....২২.....তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন :

সেকশন-১:

শিল্প ও শক্তি বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision): শিল্পের দ্রুত বিকাশ এবং শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন, রপ্তানী বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানের জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সরবরাহের নিশ্চয়তা।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission): শিল্পের দ্রুত বিকাশ, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহসহ জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন এবং নীতি ও কৌশল প্রণয়নে সহায়তা প্রদান।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

- জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন তরান্বিতকরণ
- মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান
- খসড়া এডিপি/আরএডিপি প্রণয়নে কার্যকর অংশগ্রহণ
- প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন
- দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন
- উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions):

(১) সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে সেক্টরাল উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন;

(২) সেক্টরাল পরিকল্পনার সাথে শিল্প ও শক্তি বিভাগের উন্নয়ন কর্মসূচীর সমন্বয়;

(৩) উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে মূল্যায়ন (appraisal) এবং প্রকল্প অনুমোদনে সহায়তা প্রদান;

(৪) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে আলোচনাক্রমে এডিপি ও আরএডিপি প্রণয়নে সহায়তা প্রদান; এবং

(৫) সেক্টরাল উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা নীতি প্রণয়নে সহায়তা প্রদান।

সেকশন-২:

শিল্প ও শক্তি বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব** (Outcome/Impact)	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ (Performance Indicators)	একক (Unit)	ভিত্তিবছর ২০১৪-১৫	প্রকৃত* ২০১৫-১৬	লক্ষ্যমাত্রা	প্রক্ষেপণ (Projection)		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্য [Sources(s) of data]
						২০১৭-১৮	২০১৮-১৯		

*সাময়িক (Provisional) তথ্য

**প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন/নিরূপণের বিষয়টি উপকারভোগীদের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট, যা মন্ত্রণালয় ও সংস্থা করে থাকে বা তাদের দায়িত্ব। প্রভাব সংক্রান্ত কার্যাদি পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশনের আওতাভুক্ত নয়।

সেকশন-৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬	প্রকৃত অর্জন * ২০১৬-১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-১৮					প্রক্ষেপন ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপন ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
১. জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন তরান্বিতকরণ	৪০	১.১ প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ, মূল্যায়ন ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন	(১.১.১) প্রক্রিয়াকরণকৃত প্রকল্প	%	১২	৯৬%	৯৮%	৯৮%	৯২%	৮৫%	৮০%	৭৫%	৯৮%	৯৮%
			(১.১.২) প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান	সংখ্যা	১১	৬৫	৬৪	৭৫	৭০	৬০	৫৫	৫০	৮৫	৮৫
			(১.১.৩) অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত প্রকল্প	সংখ্যা	৯	৬৪	৬১	৭৫	৭০	৬০	৫০	৪৫	৭০	৬৫
		১.২পিএসসি, এডিপি,পিআইসি, ডিপিইসি/ডিএসপিইসি/সমন্বয় পর্যালোচনা সভায় যোগদান	(১.২.১) অংশগ্রহণকৃত সভা	সংখ্যা	৮	১৬৯	১৮০	২০০	১৮০	১৫০	১২০	৯০	২০০	২২০
২. খসড়া এডিপি/ আরএডিপি প্রণয়নে কার্যকর অংশগ্রহণ	১৫	২.১ প্রকল্পের অনুকুলে অর্থ বরাদ্দ	(২.১.১) এডিপি প্রস্তাব প্রেরণ	কার্যদিবস	৮	৬ দিন	৬ দিন	৬ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৯ দিন	১০ দিন	৫ দিন	৫ দিন
			(২.১.২) আরএডিপি প্রস্তাব প্রেরণ	কার্যদিবস	৭	৮ দিন	৬ দিন	৬ দিন	৮ দিন	১০দিন	১২ দিন	১৫দিন	৬ দিন	৬দিন
৩. মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম	৮	৩.১ প্রকল্প পরিদর্শন	(৩.১.১) পরিদর্শনকৃত প্রকল্প	সংখ্যা	৭	৫৬	৪৫	৫৫	৪০	৩০	২৫	২০	৫৫	৬০
			(৩.১.২) পরিবীক্ষণকৃত প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	-	২২	২৫	২০	১৬	১২	১০	৩০	৩৫
৪.প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান	৭	৪.১ ক্রয়প্রস্তাব ও ঋণচুক্তি সহ অন্যান্য বিষয়ে মতামত প্রদান	৪.১.১ মতামত প্রদানের সংখ্যা	সংখ্যা	৭	৫১	৪৯	৬০	৫৫	৫০	৪০	৩০	৬০	৬৫
৫. প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ	১০	৫.১ জাতীয় সংসদ এবং মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ	৫.১.১ সংসদে প্রশ্নোত্তর প্রেরণ	কার্যদিবস	৩	৫ দিন	৫ দিন	৫ দিন	৬ দিন	৭ দিন	৮ দিন	১০ দিন	৫ দিন	৫ দিন
			৫.১.২ জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ/ বাজেট বক্তৃতা/অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রতিবেদনের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণ	কার্যদিবস	৩	৮ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৮ দিন	১০ দিন	১২ দিন	১৫ দিন	৭ দিন	৭ দিন
		৫.২ রূপকল্প ২০২১, এসডিজি, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও অন্যান্য কৌশলগত দলিল ও নীতির সাথে সামঞ্জস্যকরণ।	৫.২.১ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা/ এর জন্য মতামত/তথ্যাদি প্রেরণ	কার্যদিবস	৪	৮ দিন	৮ দিন	৮ দিন	১০ দিন	১২ দিন	১৪ দিন	১৫ দিন	৭ দিন	৭ দিন

* প্রকৃত অর্জন: মে, ২০১৭ পর্যন্ত অর্জিত তথ্যের ভিত্তিতে।

দপ্তর/সংস্থার আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

(মোট নম্বর - ২০)

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	লক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৭--১৮				
						অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতিমানের নিম্নে (Poor)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	৪	২০১৭-১৮ অর্থবছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিলকৃত	তারিখ	.৫	১৯ এপ্রিল	২৩ এপ্রিল	২৫ এপ্রিল	২৬ এপ্রিল	২৭ এপ্রিল
		মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১	১৫ জুন	১৮ জুন	১৯জুন	২০ জুন	২১ জুন
		২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৬ জুলাই	১৮ জুলাই	১৯ জুলাই	২০ জুলাই	২৩ জুলাই
		২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	.৫	৪	৩	-	-	-
		২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	নির্ধারিত তারিখে অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৪ জানুয়ারি	১৬ জানুয়ারি	১৮ জানুয়ারি	২১ জানুয়ারি	২২ জানুয়ারি
কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন	৯	ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০
		ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিত করা	ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিতকৃত	%	.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
		পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ জারি নিশ্চিতকরণ	পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ জারিকৃত	%	.৫	১০০	৯০	৮০	-	-
		সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান	প্রকাশিত সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদানকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
		অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	১	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০
		সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা	সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০
		দপ্তর/সংস্থায় কমপক্ষে দুইটি অনলাইন সেবা চালু করা	কমপক্ষে দুইটি অনলাইন সেবা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	-	-
		দপ্তর/সংস্থার কমপক্ষে ৩ টি সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত	কমপক্ষে ৩টি সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	১৫ মার্চ	-
		দপ্তর/সংস্থা ও অধীনস্থ কার্যালয়সমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও Small Improvement Project (SIP) বাস্তবায়ন	উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও SIP-সমূহের ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত	তারিখ	১	৪ জানুয়ারি	১১ জানুয়ারি	১৮ জানুয়ারি	২৫ জানুয়ারি	৩১জানুয়ারি
			উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও SIP রেপ্লিকেটেড	সংখ্যা	১	২৫	২০	১৫	১০	
আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৩	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	লক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৭--১৮				
						অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতিমানের নিম্নে (Poor)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
		স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	স্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা	তারিখ	১	১ ফেব্রুয়ারি	১৫ ফেব্রুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	২৮ মার্চ	১৫ এপ্রিল
			অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা	তারিখ	.৫	১ ফেব্রুয়ারি	১৫ ফেব্রুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	২৮ মার্চ	১৫ এপ্রিল
		দপ্তর/সংস্থায় কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা	কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগকৃত ও ওয়েব সাইটে প্রকাশিত	তারিখ	.৫	১৫ অক্টোবর	২৯অক্টোবর	১৫ নভেম্বর	৩০ নভেম্বর	১৪ ডিসেম্বর
দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন	২	সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণের সময়	জনঘণ্টা	১	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
		জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	২০১৭-১৮ অর্থবছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত	তারিখ	.৫	১৩ জুলাই	৩১ জুলাই	-	-	-
			নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	.৫	৪	৩	-	-	-
তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন	২	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	.৫	১০০	৯০	৮৫	৮০	৭৫
		স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশিত	%	.৫	১০০	৯০	৮৫	৮০	৭৫
		বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১	১৫ অক্টোবর	২৯ অক্টোবর	১৫ নভেম্বর	৩০ নভেম্বর	১৪ ডিসেম্বর

আমি, সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন - মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর প্রতিনিধি তথা সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

.... ১২.৬.১৭ ....

সদস্য
শিল্প ও শক্তি বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

তারিখ:

.... ১২.০৬.১৭ ....

সচিব
পরিকল্পনা বিভাগ

তারিখ:

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

১।	মে:ও:	-	মেগাওয়াট
২।	মে.টন	-	মেট্রিক টন
৩।	কেভি	-	কিলোভোল্ট
৪।	বিএমআরই	-	Balancing Modernization, Rehabilitation and Expansion
৫।	কেজিডিসিএল	-	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড।

সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং পরিমাপ পদ্ধতির বিবরণ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/দপ্তর	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
১	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়নে সহায়তা	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রকাশিত	প্রকল্পের চাহিদা এবং সীমাবদ্ধতার উপর ভিত্তি করে সংশোধিত এডিপি প্রণয়ন	আলোচ্য বিভাগ এবং কার্যকম বিভাগ	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	
২	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়নে সহায়তা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রকাশিত	প্রকল্পের চাহিদা এবং সীমাবদ্ধতার উপর ভিত্তি করে এডিপি প্রণয়ন	আলোচ্য বিভাগ এবং কার্যকম বিভাগ	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৩	১.৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী/সংশোধিত উন্নয়ন কর্মসূচী ইত্যাদি পর্যালোচনায় সহায়তা প্রদান	অনুষ্ঠিত সভা	প্রকল্পের চাহিদা এবং সীমাবদ্ধতার বিবেচনাকল্পে বিভিন্ন পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়	আলোচ্য বিভাগ এবং কার্যকম বিভাগ	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৪	জিইডি/পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক প্রণয়াধীন বিভিন্ন পলিসি/রিপোর্ট প্রকাশে সেক্টরাল ইনপুট	জিইডি/পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক প্রণয়াধীন বিভিন্ন পলিসি/রিপোর্ট প্রকাশিত	উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন পলিসি পরিকল্পনা কমিশন//পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হয়	আলোচ্য বিভাগ , জিইডি এবং পরিকল্পনা বিভাগ	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৫	বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা/ মন্ত্রণালয় কর্তৃক রিপোর্ট/চুক্তি ইত্যাদির উপর মতামত প্রদান	বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা/মন্ত্রণালয় কর্তৃক রিপোর্ট/চুক্তি ইত্যাদি গ্রহণ সম্পন্ন	ঋণ, বিভিন্ন উন্নয়ন ইস্যু, বৈদেশিক চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা/মন্ত্রণালয় জড়িত থাকে এবং বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করা হয়	আলোচ্য বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগ/ সংস্থা/মন্ত্রণালয়	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৬	এসডিজি সংক্রান্ত ইনপুন প্রদান	ইনপুট প্রেরিত	বিভিন্ন সেক্টর ভিত্তিক তথ্য, পরামর্শ প্রদান করা হবে	সংশ্লিষ্ট সেক্টর, জিইডি, মন্ত্রণালয়	জিইডি/মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন প্রতিবেদন/ডাটা	
৭	প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ, মূল্যায়ন ও অনুমোদন	প্রক্রিয়াকৃত প্রকল্পের হার	প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সেক্টরের আওতাধীন মন্ত্রণালয়সমূহ হতে প্রকল্প প্রস্তাব আলোচ্য বিভাগে প্রেরণ করা হয়	আলোচ্য বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	

৮		পিইসি/এসপিইসি আয়োজন	মন্ত্রণালয়সমূহ হতে প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাবের উপর পিইসি/এসপিইসি আয়োজন করা হয়	আলোচ্য বিভাগ এবং সভায় আমন্ত্রিত প্রতিনিধিগণ	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৯		চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ	সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রী অথবা একনেকে প্রেরণ করা হয়	আলোচ্য বিভাগ এবং পরিকল্পনা মন্ত্রীর দপ্তর/একনেক	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	
১০	প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন সভা	অংশগ্রহনকৃত সভা	উন্নয়ন প্রকল্ সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা মন্ত্রণালয়/সংস্থায় আয়োজন করা হয় এবং সেখানে পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাগণ আমন্ত্রিত হন	আলোচ্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট আমন্ত্রণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	
১১	অর্থছাড়, ব্যয়খাত সংশোধন, পুনঃউপযোজন এর প্রস্তাব নিস্পত্তি	প্রক্রিয়াকরণের শতকরা হার	মন্ত্রণালয়সমূহ হতে প্রেরিত এ সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ সেক্টর পর্যায়ে নিস্পত্তি করা হয়	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর, মন্ত্রণালয়	পরিকল্পনা কমিশনের মাসিক রিপোর্ট	
১২	প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকরণ	প্রক্রিয়াকরণের শতকরা হার			পরিকল্পনা কমিশনের মাসিক রিপোর্ট	

সংযোজনী ৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের/অধিদপ্তর/সংস্থা-এর নিকট প্রত্যাশিত সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন সহায়তাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রত্যাশার মাত্রা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
মন্ত্রণালয়	অর্থ বিভাগ	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রকাশিত	দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং মন্ত্রণালয়সমূহের বাজেট কাঠামোর আলোকে অর্জনযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প সমন্বয়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি যথাযথভাবে প্রণয়নের জন্য চাহিদা মোতাবেক তথ্য এবং সম্পদের লভ্যতা জানা প্রয়োজন। দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী যথাযথভাবে প্রণয়নের স্বার্থে চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রয়োজন।	উক্ত তথ্যউপাত্ত ছাড়া - বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী সঠিকভাবে পূরণ করা সম্ভব নয়	৮০%	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মন্ত্রনালয়ের চাহিদা প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে প্রতিফলন করা সম্ভব হবেনা
মন্ত্রণালয়	শিল্প ও শক্তি বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়সমূহ	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত প্রাপ্তি	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সঠিক সময়ে প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত প্রদান	উক্ত তথ্যউপাত্ত ছাড়া - বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী সঠিকভাবে পূরণ করা সম্ভব নয়	৮০%	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মন্ত্রনালয়ের চাহিদা প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে প্রতিফলন করা সম্ভব হবেনা
বিভাগ	ইআরডি	সংশোধিত /বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত প্রাপ্তি	বাজেট কাঠামোর আলোকে অর্জনযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প সমন্বয়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি যথাযথভাবে প্রণয়নের জন্য চাহিদা মোতাবেক তথ্য এবং বৈদেশিক সম্পদের লভ্যতা জানা প্রয়োজন।	বৈদেশিক সাহায্যের সম্ভাব্য প্রাপ্তির তথ্য উপাত্ত ছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পূরণ করা যথাযথ হবেনা।	৮০%	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মন্ত্রনালয়ের চাহিদা প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে প্রতিফলন করা সম্ভব হবেনা